ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত সরকার উৎখাতে

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন-কমরেড খালেকুজ্জামান

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় বাসদের মিছিল

ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্ব ও জনগণের নির্বাচিত মাদুরো সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসরদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। ২৯ জানুয়ারি ১৯' জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তিনি এ আহ্বান জানান। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার আহ্বায়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন খালেকুজ্জামান লিপন, আহসান হাবিব বুলবুল ও শম্পা বসু।

সমাবেশে কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার হীন স্বার্থে গোটা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে হত্যা করছে, ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের তেলসহ নানা সম্পদ দখল ও রাজনৈতিক কারণে ঐ সব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে। এই সবই করছে গণতন্ত্রের নামে। ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেডিডেন্ট মাদুরো সরকারকে 'একনায়ক' আখ্যা দিয়ে উৎখাতের জন্য চক্রান্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র। ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকবার তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কু-দেতার (Coup détat) উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এর মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ল্যাটিন অঞ্চলে তার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভেনেজুয়েলার তেলের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইইউসহ তথাকথিত বিশ্ব গণতান্ত্রিক সম্প্রদায় আজ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে অনির্বাচিত গুইদোকে সমর্থন দিচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সরকারকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো এবং বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সাম্রাজ্যবাদের নতুন টার্গেটঃ

ভেনেজুয়েলা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার কথা বললে তার চেয়ে বড় তামাশা কী হতে পারে? গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার নামে মার্কিনীদের নেতৃত্বে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের পর সারা বিশ্বের গণতন্ত্রকামি স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে কী হতে যাচ্ছে ভেনেজুয়েলায়? দেশে দেশে মার্কিনী আক্রমনের আগে অভিনীত সেই পুরাতন নাটকের পুনরাভিনয় কী ঘটবে। কারণ অভিযোগ নিয়ে তৈরি করা সংলাপগুলো কিন্তু আগের নাটকগুলোর মতই। ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র নাই, মানবাধিকার নাই, সুষ্ঠ নির্বাচন হয় নাই, তাই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট একজন একনায়ক। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একনায়ক (!) নিকোলাস মাদুরোকে উৎখাত করার মহান দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিতে উদগ্রীব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বাণিজ্য অবরোধ, অর্থনৈতিক নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না সে, ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

মার্কিনীদের এ কাজে সহযোগী হয়েছে কানাডা, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। ভেনেজুয়েলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য তেল বিক্রির টাকা জমা হতো মার্কিনী ব্যাংকে। এই টাকা আটকে দেয়া শুধু নয় ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির টাকা দেশের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হুয়ান গুইদকে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে রাষ্ট্রের তেল বিক্রির টাকা হাতে পেলে তা সরকার বিরোধী আন্দোলনে ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছে হুয়ান গুইদো। আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং বাইরের চাপ দুটোই বাড়িয়ে ভেনেজুয়েলাকে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত আজ সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন নেতৃত্বে দেশসমূহ। দেশসমূহের সম্পদ এবং স্বাধীনতা আজ মার্কিনী আগ্রাসনের শিকার।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতের মুঠোর বাইরে থাকা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরখণ্ডে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত প্রমাণিত তেল মজুদ এ দেশেই সবচেয়ে বেশি যার পরিমাণ সৌদি আরবের মজুদের চাইতেও বেশি। গ্যাস সম্পদেও অনেক সমৃদ্ধ, বিশ্বের নবম বৃহত্তম প্রমাণিত গ্যাস মজুত আছে এ দেশে, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এটি বৃহত্তম। এছাড়াও আছে লোহা, বক্সাইট, সোনা, নিকেল, হীরা। অনেক দেশের মতো এই সমৃদ্ধিই যেন ভেনেজুয়েলার কাল হয়েছে। ১৮১০ সালে দেশটি স্পেনের হাত থেকে স্বাধীন হলেও সম্পদের মালিকানা জনগণের হাতে আসেনি বরং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী, প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী তেল কোম্পানিগুলো শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়ে এ থেকে প্রভূত লাভবান হয়েছে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বহু দেশের মতো একদিকে সম্পদ অন্যদিকে দারিদ্র্য কীভাবে থাকতে পারে তার উদাহরণ হচ্ছে ভেনেজুয়েলা। পুরো লাতিন আমেরিকার দীর্ঘ ইতিহাস হচ্ছে তাদের সম্পদের ওপর দখল এবং শাসকদের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ।

জনগণের স্বার্থে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এ অঞ্চলের দেশগুলো কখনও দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু ১৯৯৮ সালে ক্যাস্ট্রো ও সমাজতন্ত্রের প্রভাবাধীন দেশপ্রেমিক হুগো শ্যাভেজ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে লাতিন আমেরিকার এই দেশটির পরিচালনার পদ্ধতি ও ইতিহাস পাল্টে যায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় গণমুখী পরিবর্তন আনা হয়। সেগুলো হলো : ১. সরকারের নীতি, কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সঙ্গে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি। ২. দেশের নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, তেল কোম্পানিসহ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্ত করা। ৩. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জাতীয় মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা। ৪. তেল-গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ কোম্পানির মুনাফা বাড়ানোর বদলে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ব্যবহার করা। ৫. উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে নারী, গরিব, আদিবাসী ও তরুণদের জায়গা তৈরি করা এবং ৬. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বহুজাতিক কোম্পানি, যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে পারস্পরিক মর্যাদা ও স্বার্থের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলা। ঋণের জন্য যাতে এ অঞ্চলের কোন দুর্বল দেশ এদের ওপর নির্ভরশীল না হয়, সে জন্য ঋণের তহবিল গঠন করা। এ পদক্ষেপগুলো ভেনেজুয়েলাকে যেমন আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে তেমনি সাম্রাজ্যবাদের চক্ষুশুল হয়েছে সে।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রের লুণ্ঠনের পথে কেউ যদি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; কোন দেশ যদি নিজেদের সম্পদের ওপর নিজস্ব মালিকানা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়; বোধগম্য কারণেই সাম্রাজ্যবাদী চক্র নানা ধরনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তাকে শায়েস্তা করার ও সরিয়ে ফেলার পথ নেয়। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে; এবারই শুধু নয় বহুবার। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে হুগো শ্যাভেজবিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান হয়। সেই অভ্যুত্থান মোকাবিলা করতে কারাকাসের রাজপথে লাখ লাখ গরিব নারী-পুরুষ নেমে পড়ে। জনতার অংশগ্রহণে সমস্ত চক্রান্ত ভেসে যায়। শ্যাভেজ আরও শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে।

তেল সমৃদ্ধ দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভেনেজুয়েলা ছিলো ঋণগ্রস্ত দেশ। ৫০% এর ওপর মানুষ নিরক্ষর, চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা, বেকারত্ব দুর্বিসহ, মাদক সন্ত্রাস কবলিত এবং আকাশ পাতাল বৈষম্যের দেশ। ক্ষমতায় আসার দশ বছরের মধ্যেই হুগো শ্যাভেজ ভেনেজুয়েলাকে পরিণত করলেন ল্যাটিন আমেরিকার এক সমৃদ্ধ দেশে। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সহযোগিতায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেন তিনি। বিশ্বব্যাংকের বিপরীতে বিকল্প ব্যাংক স্থাপন, বিকল্প প্রচার মাধ্যম তৈরির উদ্যোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যেমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তেমনি তাদের চোখে ভয়ংকর শত্রু হিসেবেও আবির্ভূত হন তিনি।

ভেনেজুয়েলা হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক নতুন প্রতীক।

কিন্তু ২০১৩ সালে শ্যাভেজের অকালমৃত্যুতে ভেনেজুয়েলায় একটা নেতৃত্বের ভাবমূর্তির সংকট তৈরি হয়। হুগো স্যাভেজ যেভাবে জনগণের সামনে আস্থা ও সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সে ক্ষেত্রে কিছুটা শূন্যতা তৈরি হয়। হুগো শ্যাভেজের অন্যতম সহযোগী মাদুরো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তখন বিশ্বজুড়ে তেলের দামের অস্বাভাবিক পতন সে দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনলো। ভেনেজুয়েলার অর্থনীতি যেহেতু তেল নির্ভর আর তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, খাদ্যনিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকলো। মাদুরো এই নানামুখী সংকট মোকাবেলায় সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সেই সুযোগে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হয়ে ওঠে আর তার সাথে যুক্ত হয় সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ। শুরু হয় সেই পুরনো কৌশল। মাদুরো যে কত বড় স্বৈরাচারী তা ভেনেজুয়েলাবাসীসহ বিশ্বের জনগণকে জানানোর মহান দায়িত্ব পালনে

মেতে ওঠে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো। শুধু প্রচারেই থেমে থাকে না তারা। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যুদ্ধ শুরু করে তারা, যা এখন দেশ দখলের যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করতে উদগ্রীব!

ভেনেজুয়েলার ওপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ সমগ্র মানবতার ওপর আক্রমণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দলবলের এই ষড়যন্ত্র ও অপরাধমূলক আগ্রাসী কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে হবে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিকামী মানুষের শক্তিশালী গণআন্দোলন ও নৈতিক সমর্থনের মাধ্যমে। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি কে থাকবে বা নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবে তা নির্ধারণ করবে সে দেশের জনগণ। অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপ বা হুমকি-ধামকি, দস্যুতা কোনভাবেই কাম্য নয়। ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সে দেশের দেশপ্রেমিক জনগণই নিয়ামক শক্তি।

নিজেদের দেশে এত সমস্যা কিংবা বিশ্বের এত সমস্যা বাদ দিয়ে ভেনেজুয়েলা নিয়ে এত আগ্রহী কেন সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ? ট্রাম্পকে নিয়ে আমেরিকায় যা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এবং প্রশাসন প্রতিদিন আমেরিকায় নতুন নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে সে যখন অন্য কোন দেশের গণতন্ত্র বা জনগণ নিয়ে কথা বলে তখন তার উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। যেখানে সম্পদ সেখানে হাত বাড়াও, নিজের দেশের জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাও এই নীতি নিয়ে চলছে এরা। পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে সে সংকট থেকে উত্তরণের কোন পথ তো খোলা নেই। তাই দেশে দেশে যুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধ সব কিছুই তারা করছে সম্পদ লুণ্ঠন আর বাজার দখলের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। কোথাও কোন প্রতিরোধের শক্তি গড়ে উঠলে সম্মিলিতভাবে তাকে ধ্বংস করার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠে তারা। আজকের ভেনেজুয়েলার সংকট তাই ভেনেজুয়েলার জনগণের নয়, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সংকট। এই সংকটকে ওরা ভেনেজুয়েলার জনগণের উপর চাপাতে চায়। ভেনেজুয়েলার জনগণ ও সরকার তো কোন দেশের সম্পদ দখল করে নাই, কোন দেশের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে নাই তারা নিজের দেশের সম্পদ নিজেদের জনগণের জন্য কাজে লাগাতে চেয়েছে। নিজেদের দেশ নিজেদের মতো করে পরিচালিত করতে চেয়েছে। একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে দাঁড়াতে চেয়েছে। প্রতিটি দেশের জনগণের অধিকার আছে তার দেশকে ভালবাসার এবং রক্ষা করার। ফলে ভেনেজুয়েলার জনগণ যে আজ রুখে দাঁড়িয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি গণতন্ত্রমনা মানুষের দায়িত্ব।